সে দিন প্রতিটি সম্প্রদায় হবে ভয়ে নতজানু

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।

আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে " সে দিন (কিয়ামতের দিন) প্রতিটি সম্প্রদায় হবে ভয়ে নতজানু"

আল জাসিয়া পবিত্র কুরআনুল করীমের ৪৫ নম্বর সূরা। এই সূরায় আয়াত সংখ্যা ৩৭ (সাইত্রিশ)। সূরাটি মক্কায় অবতীর্ন হয়েছিল। কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত হবে মিথ্যাবাদীরা। ২৮ নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে: সেদিন তুমি দেখবে, প্রতিটি উম্মত (সম্প্রদায়) ভয়ে নতজানু 'জাসিয়া' অর্থ নতজানু।

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ **٤٥ الجاثِية ٢٧**

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহরই, যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীরা হইবে ক্ষতিগ্রস্ত। **জাসিয়া ৪৫:২৭**

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ **٤٥ الجاثِية ٢٨**

এবং তুমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখিবে ভয়ে নতজানু, প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহার আমলনামার প্রতি আহ্বান করা হইবে ও বলা হইবে, 'আজ তোমাদেরকে তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে যাহা তোমরা করিতে। **জাসিয়া ৪৫:২৮**

هَٰذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ **٤٥ الجاثِية ٢٩**

'এই আমার লিপি, ইহা তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে সত্যভাবে। তোমরা যাহা করিতে তাহা আমি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম।' **জাসিয়া ৪৫:২৯**

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ **٤٥ الجاثِية ٣٠**

যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাহাদের প্রতিপালক তাহাদেরকে দাখিল করিবেন স্বীয় রহমতে। ইহাই মহাসাফল্য। **জাসিয়া ৪৫:৩০**

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ **٤٥ الجاثِية ٣١**

পক্ষান্তরে, যাহারা কুফরী করে তাহাদেরকে বলা হইবে, 'তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় নাই ? কিন্তু তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়।' **জাসিয়া ৪৫:৩১**

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ **٤٥ الجاثِية ٣٢**

যখন বলা হয়, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি তো সত্য, এবং কিয়ামত-ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, তখন তোমরা বলিয়া থাক, 'আমরা জানি না কিয়ামত কী ; আমরা মনে করি ইহা একটি ধারণা মাত্র এবং আমরা এই বিষয়ে নিশ্চিত নই।' **জাসিয়া ৪৫:৩২**

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ **٤٥ الجاثِية ٣٣**

উহাদের মন্দ কর্মগুলি উহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং যাহা লইয়া উহারা ঠাট্টাবিদ্রূপ করিত তাহা উহাদেরকে পরিবেষ্টন করিবে। **জাসিয়া ৪৫:৩৩**

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ **٤٥ الجاثِية ٣٤**

আর বলা হইবে, 'আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত হইব যেমন তোমরা এই দিবসের সাক্ষাতকারকে বিস্মৃত হইয়াছিলে। তোমাদের

আবাসস্থল হইবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না। **জাসিয়া ৪৫:৩৪**

ذَٰلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ **٤٥ الجاثِية ٣٥**

'ইহা এইজন্য যে, তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে বিদ্রুপ করিয়াছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করিয়াছিল।' সুতরাং সেই দিন উহাদেরকে জাহান্নাম হইতে বাহির করা হইবে না এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ হইবে না। **জাসিয়া ৪৫:৩৫**

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ **٤٥ الجاثِية ٣٦**

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আকাশমন্ডলীর প্রতিপালক, পৃথিবীর প্রতিপালক এবং জগতসমূহের প্রতিপালক। **জাসিয়া ৪৫:৩৬**

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ **٤٥ الجاثِية ٣٧**

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে গৌরব-গরিমা তাঁহারই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। **জাসিয়া ৪৫:৩৭**

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা- বর্তমানের এ মহামারীর সময় সারা পৃথিবী দিশাহারা। কোথাও কোন আশার আলো দেখা যাচ্ছে না। আল্লাহই ভালো জানেন কখন এ অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটবে।

আসুন, এই ১১ টি আয়াত বার বার তেলাওয়াত করি। যারা তেলাওয়াত করতে পারেন না তারা অনলাইনে বার বার তেলাওয়াত শুনুন। অর্থগুলো বুঝার চেষ্টা করুন, চিন্তা করুন- কিয়ামতের দিন আমাদের কি অবস্থা হবে? দুনিয়ার আমাদের সকল কাজ রেকর্ড করা হচ্ছে।

আমরা দোয়া করি হে আল্লাহ- আমরা আমাদের গুনাহ স্বীকার করছি, আমরা তওবা করছি, আমরা ওয়াদা করছি তোমার ও রসূলের নির্দেশের বাইরে আমরা কোন কাজ করব না। আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও, বিশ্ববাসীকে এই মহামারী থেকে উদ্ধার করো। আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।